আত্মসমর্পণের চিরকুট

আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সালাত এবং সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। এ বইটি অবশেষে আলোর মুখ দেখল। কিছু কথা স্বীকার করে নেওয়া কর্তব্য। সেই উদ্দেশ্যে এই ভূমিকাটি—

» এ বইয়ের লেখাগুলো আমার দ্বারা লেখা হলেও আমি এর লেখক নই। কোথাও আমার কৃতিত্ব নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কীভাবে যেন আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, পুরোনো লেখাগুলো পড়লে আমার এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়।

» এ বইয়ের উদ্দেশ্য বা বিধেয় একটিই—মানুষ যেন তার চারপাশের দুনিয়া, ঘটমান বর্তমান সম্পর্কে অন্যভাবে ভাবে; বাক্সের বাইরে উঁকি দেয়। মানুষের চিন্তার জায়গাতে নাড়া দেওয়ার জন্যে ইসলামের দৃষ্টিকোণটা বেছে নিয়েছি। বংশসূত্রে পাওয়া অন্ধ ইসলাম নয়, কুরআন-সুন্নাহ থেকে শেখা ইসলাম। সেই ইসলাম—যা মানুষকে যৌক্তিক চিন্তার জায়গা করে দেয়।

» এ লেখাগুলোর অক্ষরের কালো রঙের একটা অন্ধকার দিক আছে। আমার মা, বাবা, সন্তান এবং স্ত্রীর প্রাপ্য সময়ের অনেকটাই পড়া এবং কিছুটা লেখার ক্ষেত্রে ব্যয় করেছি। আমি তাদের কাছে তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে না দেওয়ার দোষ স্বীকার করে নিচ্ছি। ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। যে গাছটা ঝলমলে আলোয় আলোকিত, তার শেকড়গুলো অন্ধকারেই থাকে। মানুষ গাছ দেখে, শেকড় না। গাছ হিসেবে আমি শেকড়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

» আমি একজন মানুষ, খুব তুচ্ছ একজন মানুষ। এ লেখাগুলো আমার শিক্ষা এবং ভাবনার প্রতিফলন। এতে মানবিক ভুল থাকতে পারে। বিশুদ্ধ ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ভুল যদি চোখে পড়ে, তবে ভুলটা ধরিয়ে দেবেন এটাই একান্ত কাম্য।

শরীফ আবু হায়াত অপু
monpobon@gmail.com

সূচিপত্র

মাহশি	১১
পথ হারাবে না বাংলাদেশ	১৪
মানুষের জন্য	১৭
দালান ধসের বিজ্ঞান	২৩
ইসলাম কেনা	৩১
কম্বল কোলাজ	৩৩
বাঙালিত্ব : দেশপ্রেম না ধর্ম?	৪১
বিশ জন বন্দিনী	৪৯
এই শীতে	৫২
আমার ভাগ্য কি আমার হাতে	৫৭
খাদ্য ও ক্ষুধা	৬৬
প্রস্থান পত্র	৭১
উপবাসী কথা	৭৪
শঙ্খ ও স্বাধীনতা	৮২
এভারেস্ট বিজয়	৮৭
কনি ২০১২	৯৩

ডেভিল'স অ্যাডভোকেট	৯৬
আনাসের জন্য	১০৩
কোথায় পাব তারে	১০৭
ভ্যালেন্টাইনের দিবস	১১২
ভারত বিরোধিতা	১১৭
টিপাইমুখ	১২৩
তুমি অধম হইলে...	১২৯
কারবালার কাহিনি	১৩৬
দেওয়া	১৪২
জাফর ইকবাল স্যার সমীপেষু	১৪৬
আল্লাহর আইন	১৫৩
ডেসটিনি না শয়তানি?	১৬০
কেন তারা ঝরে পড়ে	১৬৯

মাহশি

মধ্যপ্রাচ্যের আর ১০ জন সাধারণ ভদ্রমহিলার মতো তিনিও একজন। পরিবারের দেখভাল করেন। স্বামী অফিস থেকে ফেরার পথে তাকে ফোন দিলে তিনি খাবার গুছিয়ে বসেন ঘরে ফেরার অপেক্ষায়। একসাথে খাওয়া। ঘুম। রাত তিনটায় অ্যালার্ম বেজে ওঠে তার। ঘুম ঘুম চোখে শব্দের উৎস লক্ষ্য করে হাত বাড়ান। বন্ধ করে ফের চোখ বুজবেন এমন সময় সুরা ত-হার এই আয়াতটি[১] মনে আসে তার—

عَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ﴿٨٤﴾...

মুসা আলাইহিস সালাম কথাটা আল্লাহকে বলেছিলেন। তার অনুসারীরা হেঁটে নাগাল পায়নি মুসার। তিনি একাই চলে এসেছেন সবার আগে। আল্লাহ জানেন সবই, তবু জিজ্ঞেস করলেন, বাকিরা কোথায়? পেছনেই আছে; আসছে—জানালেন মুসা।

عَجِلْتُ—আমি তাড়াহুড়ো করেছি।

اِلَيْكَ—আপনার দিকে।

رَبِّ—রব; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবকিছুর খালিক : সৃষ্টিকর্তা; মালিক : প্রভু, সত্ত্বাধীকারী; মুদাব্বির : পরিচালনাকারী।

لِتَرْضٰى—আপনার সন্তুষ্টির জন্য।

---

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ৮৪

তড়িঘড়ি করে বিছানা ছাড়েন ভদ্রমহিলা। সালাতে দাঁড়ান। রবকে সন্তুষ্ট করার জন্য। সেই রব যিনি আমাদের কাছে খাদ্য চান না, অর্থ চান না। যাঁকে দেওয়ার মতো আমাদের কোনো সম্পদ নেই। যিনি খালি দেন আর দেন, কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়াই দেন। আমাদের রব আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অমুখাপেক্ষী। কিন্তু আমরা কৃতজ্ঞ হলে তিনি খুশি হন। আমরা তাঁকে খুশি করতে চাই। এ জীবন এবং যা দিয়ে তিনি এ জীবনটা সাজিয়ে দিয়েছেন, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই—এ কথাগুলোই ভদ্রমহিলা বলেন তার ছাত্রীদের। সালাতের সময় হলে সব কাজ ফেলে ছুটবে সালাত আদায়ের জন্য। ত্রস্ত পায়ে আল্লাহর দিকে এগিয়ে এলে হয়তো তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

মাহশি মেডিটারেনিয়ান খাবারের একটি বিখ্যাত পদ। ভাত-মাংস মাখানো হয় রসুন, দারুচিনি, গোলমরিচ আর লেবুর রস দিয়ে। এরপরে আঙুর পাতায় মুড়ে রান্না করতে হয়। স্বামী একদিন আবদার করলেন মাহশি খাবেন বলে। কাজটা করতে সময় লাগে অনেক। আর মাত্র তিনটা আঙুর পাতা বাকি এমন সময়ে আজান পড়ল। ভদ্রমহিলা হাতের কাজটা সেভাবেই রেখে গেলেন সালাত আদায় করতে।

ফোনের পর ফোন বেজে চলেছে, কেউ ধরছে না। চিন্তিত স্বামী কাজ থেকে ঘরে ফিরলেন। টেবিলের ওপরে রান্না-না-করা মাহশিগুলো সাজানো। স্ত্রী ঘরের কোণে সিজদায় অবনত। অনুযোগের সুরেই স্বামী বললেন, বাকি তিনটা পাতা শেষ করে চুলোয় রান্নাটা বসিয়েও তো সালাত পড়তে পারতে। সেই কখন থেকে ফোন করছি, কতক্ষণ থাকা লাগে সিজদায়?

ভদ্রমহিলা যেমন আছেন তেমনই রইলেন।

অজানা আশঙ্কায় ভদ্রলোকের বুক কেঁপে ওঠে। স্ত্রীর দেহ স্পর্শ করে দেখলেন হিম শীতল। বুঝলেন অনেকক্ষণ আগে সিজদাতেই মারা গেছেন তার স্ত্রী। হয়তো হাতের কাজ শেষ করার জন্য অপেক্ষা করতে হলে রান্নাঘরেই মৃত্যু হতো তার। আল্লাহর কাছে দ্রুত ফিরে যাওয়া মানুষটিকে আল্লাহ তাঁর সবচেয়ে কাছে থাকা অবস্থাতেই তুলে নিলেন।

আমরা পার্থিব কাজগুলোর জন্য ব্যস্ত হই। সেসব আঙুর পাতার জন্য ব্যস্ত হই যার পরিণতি অপবিত্রতায়। অপার্থিব, অনন্ত জীবনের কাজগুলোর বড় অনাদর। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে যাত্রায় আমরা ধীর, উদাসীন।

অসুস্থতা নেই আমাদের এখন। ব্যথা নেই দেহের কোথাও। ক্ষুধার জ্বালাও নেই। আছে মাথার ওপর একটা ছাদ। আছে দেহে চমৎকার পোশাক। ঠিক এই মুহূর্তে একটু চোখটা বন্ধ করি। আরও কী কী নিয়ামত ভোগ করছি আল্লাহর, এক লহমায়

ভেবে নিই। চোখ খুলি। নিজেকে প্রশ্ন করি, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কী করি?

আমরা প্রতিনিয়ত যা করি, তার প্রতিবিম্ব পাওয়া যাবে আমাদের মৃত্যুতে। আমাদের মৃত্যুর প্রতিফলন ঘটবে আমাদের পুনরুত্থানে। আল্লাহ আমাদের তাঁর সন্তুষ্টিতে বেঁচে থাকা আর তাঁর তুষ্টিতেই মরে যাওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

[১২ জিলহজ, ১৪৩৪ হিজরি]

পথ হারাবে না বাংলাদেশ

যত দিন তোমার হাতে দেশ, পথ হারাবে না বাংলাদেশ।

বিজয় সরণির মোড়ে বিশাল বিলবোর্ডে একটি মেয়ের ছবি। বস্ত্রবালিকা। বস্ত্রবাালিকা মানে বুঝলেন না? গার্মেন্টস শ্রমিক। বস্ত্রবাালিকা বললে কী সুন্দর সুশীল সুশীল লাগে। গার্মেন্টস শ্রমিক কথাটা তো অস্বস্তিকর। বালিকা বিকোয় বেশি। বস্ত্রমহিলাও রয়েছে ঢের, তবে বিজ্ঞাপনে তাদের কদর কম।

বালিকাটির হাতে টিফিন বাটি। পত্রিকাটির মতে এই মেয়েটির হাতে দেশ। আসলে মেয়েটির হাতে দেশ নেই—আছে একটা বাটি। এমন বাটি অনেকগুলো দেখেছিলাম রানা প্লাজাতে। ভাতের বাটি। সাদা ভাত। তরকারি ছিল হয়তো কোনো কোনোটাতে। চোখে পড়েনি। ক্রমাগত লাশ সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। মাঝে মধ্যে আহত মানুষ। ভাতের বাটির কী দাম আছে? বস্ত্রশ্রমিকদের হাতে দেশ থাকে না। দেশ থাকে তাদের হাতে, যারা শ্রমিকদের পুড়িয়ে কিংবা কংক্রিট চাপা দিয়ে অথবা পদতলে পিষ্ট করে মারে। তারা সরকারের সাথে বসে মুলামুলি করে—৫ হাজার টাকা বেতন? ফাজলামো পেয়েছ?

যা কিছু ভালো তার সাথেই আছেন এই ভদ্দরনোকেরা। তারা ভালোই জানে দেশ কাদের হাতে। তবে সেটা তারা আমাদের বলবে না। অন্তত বিলবোর্ডে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলবে না। তারা বয়ান দেবে—নিরাপদ কাজের পরিবেশ চাই। শিক্ষা চাই। মনের কথা খুলে বলতে চাই। মনের কথা বলতে গিয়ে যদি কেউ গ্রেফতার হয় কিংবা কাউকে পিটিয়ে আধমরা করা হয়, তখন কিন্তু তারা আপনাদের সে ঘটনা বলবে না। সব ঘটনা সবার জানতে হয় না। জানলে আপনারা ভালো থাকবেন না যে!

কৃষকের হাতে কাস্তে। আমাদের মনে আশা জাগে সোনালি ফসলের। বাংলাদেশ পথ হারাবে না। বাংলাদেশের ফসল পাশের দেশ কেটে নিয়ে গেছে। পথ হারিয়ে যাবে কই বেচারা? চারপাশ থেকে বন্ধুত্বের নাগপাশ যে! পত্রিকাগুলো আমাদের বলবে না কৃষকেরা কেমন আছে। বলবে না কেমন করে আমাদের নদীগুলো মরে যাচ্ছে। নদীর বুক দিয়ে বন্ধু দেশের গাড়ি চলছে। খালি বলবে কৃষকেরা ভালো আছে। মডেল কৃষকের মুখে হাসি, হাতে কাস্তে। ভোঁতা কাস্তে। ধার আছে রামদাতে। সেটা হাতে সোনার সন্তানেরা সোনার বাংলা পাহারা দিচ্ছে। তবে তারা কারা, পত্রিকা-মালিকেরা আপনাদের তা স্পষ্ট করে বলবে না। সন্ত্রাসীর কোনো দল নেই যে!

মহাখালীর উড়ালসেতুর নিচে হীরের দ্যুতি আর অর্ধনগ্ন নারীদেহ দেখার পরে পত্রিকাটির সুশীল বচন দেখতে পাওয়া যায়। ঢাকার মোড়ে মোড়ে বিজ্ঞাপন। খরচ দিনে কত লাখ টাকা কে জানে! বিজ্ঞাপন মানুষ কীসের জন্য দেয়? কিছু বিক্রির জন্য। গার্মেন্টস মালিকেরা খুব খারাপ। তারা শ্রমিকদের শোষণ করে কাপড় বেচে। অসহায় শ্রমিকদের দেখে আমাদের মনে সহানুভূতি জাগে। আমাদের কাছ থেকে এই সহানুভূতিটা নিয়ে আমাদের কাছেই বিক্রি করে ভালোত্বের বণিকেরা। আর বিক্রি করে ভালো থাকার মিথ্যে অনুভূতি। আপনার মগজের কোষে ঢুকিয়ে দেয়—আপনার হাতেই ক্ষমতা আছে। উটপাখি নয় দাদা, আপনি এখন মানুষ হয়েছেন!

হোক না হরতাল। দেশের আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী এখন আর চোর-ডাকাত ধরে না, ছাত্রদের ধরে, সাধারণ মানুষ ধরে। দাড়ি দেখলে গা হাতড়ায়; কাউকে উঠিয়ে নিয়ে যায়—সারা জীবনের জন্য পঙ্গু। বিনা বিচারে গুলি চলে নিজ দেশের মানুষের বুকে। যে রাজার নাম ছিল স্বৈরাচার, সেও এমন কাজ করেনি। আমাদের করের টাকা এখন আর রাস্তা বানাতে খরচ হয় না; বুলেট কিনতে খরচ হয়। হয়তো আমাদের নাম লেখা আছে সে বুলেটে। খবরের কাগজ বলেছে যাদের মারা হয়েছে তারা সব জঙ্গি। এদের এভাবে মারলে কোনো সমস্যা নেই। আসুন আমরা ফাঁসি চাই। মৃত্যুঞ্জয়ী চেতনা আজ মৃত্যুময়।

প্রিয় বন্ধুসভার বন্ধুরা, এখন দেশ আপনাদের হাতে আছে। ভালো আছে। সুপথে আছে। যা বদলানোর বদলে গেছে। এখন থেকে এভাবেই চলতে থাক। আপনারা চিন্তা করবেন না। জয় সাইকেল বিজ্ঞাপন দেখুন। আনন্দ সংগীত গাইতে থাকুন। আর ঘুমান। বাস্তব জীবনে চলতে থাকা বন্ধুদেশের বানানো সিরিয়াল দেখেও না-দেখার ভান করে ঘুমিয়ে পড়ুন।

[৯ মুহাররম, ১৪৩৫ হিজরি]

স্বাধীন বাংলাদেশের সংযুক্তি

পত্রিকার নাম প্রথম আলো। বন্ধুদেশ বলে যাকে উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছিলাম, সেটা শত্রুদেশ ভারত। সোনার ছেলেরা হলো ছাত্রলীগ। জয় সাইকেল মানে আওয়ামী লীগের জয় বাংলা স্লোগান, প্রথম আলোর বিজ্ঞাপনে একটা মেয়ে সাইকেলে বসে ছিল—এটাই তাদের প্রগতি।

মানুষের জন্য

ইকবাল রোড থেকে রিকশায় উঠেছি বাসায় আসব বলে। রিকশাওয়ালা সিগারেট খাচ্ছিল। সিগারেটের অপকারিতা নিয়ে অনেক কথা বললাম।

'ভাই, আমি যে টেনশনে আছি! পরিবারের ৩ জন মানুষ অসুস্থ। কী যে করি...'

বহুল প্রচলিত যুক্তি। ক্যাঁক করে ধরলাম, তারা অসুস্থ কবে থেকে আর আপনি সিগারেট খান কবে থেকে?

ভদ্রলোকের মুখ থেকে আর কথা বেরোল না। তাকে বোঝালাম, তিনি সিগারেট খেলে মা সুস্থ হয়ে যাবে না। প্রথম কাজ ধৈর্য ধরা। ব্যাপারটাকে বিপদ হিসেবে নিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাওয়া। দ্বিতীয় কাজ চিকিৎসা করানো। টাকা? সেটার জন্যও আল্লাহর কাছে বলতে হবে, তাঁর ওপরে ভরসা করতে হবে। আর কষ্ট করতে হবে। একবেলার জায়গায় দুবেলা রিকশা চালাতে হবে। সেই সামর্থ্যও যেন আল্লাহ দেন, সেটা আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। অপব্যয়, যেমন : বিড়ি খাওয়া বন্ধ করতে হবে। সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হবে ভালো চিকিৎসা করার জন্য। এরপরে কথার প্রসঙ্গ সরে গেল।

একটা রিকশার জমা একবেলায় ১০০ টাকা। আল্লাহ যে আমাদের হাত-পা দিলেন, পুরো শরীরটা একজীবনের জন্য আমাদের কাছে জমা দিলেন, তার জন্য আল্লাহ কোনো টাকা জমা নেন না। তিনি চান আমরা যেন শরীরটার যত্ন নিই। বিড়ি-সিগারেট খেয়ে ফুসফুসের বারোটা না বাজাই। কোনো রিকশার মালিক যেমন পছন্দ করবে না রিকশাওয়ালারা রিকশার ক্ষতি করুক, তেমনই আমাদের দেহের মালিক আল্লাহও পছন্দ করেন না, আমরা আমাদের দেহের ক্ষতি করি। এজন্য

তামাক-মদ-হেরোইন-গাঁজা-সহ যাবতীয় নেশার বস্তু হারাম করেছেন আল্লাহ তাআলা। মানুষ যখনই তাঁর আইন অমান্য করে, সে নিজের আত্মার ওপরে জুলুম করে, দেহের ওপরে অত্যাচার করে, তখনই সে সমাজের জন্য অনিষ্ট বয়ে আনে।

কথায় কথায় বাসায় পৌঁছে গেলাম। ভাড়া দিলাম। বললাম একটু দাঁড়ান। একজন বোনের দেওয়া যাকাতের কিছু টাকা ছিল; সাথে আরও কিছু যোগ করে ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বললাম, মায়ের চিকিৎসা করেন। আর যদি কোনো দরকার থাকে আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে সিজদায় তাঁর সাথে দেখা করেন।

২.

সাভারে রানা প্লাজার বিপর্যস্তদের সাহায্য করার জন্য একটি সংগঠন তৈরি করতে হলো। হুট করে নাম দিয়েছিলাম 'সরোবর'। সরোবর মানে বিশুদ্ধ পানির হ্রদ। সংগঠনটির মাধ্যমে প্রায় ১০ জনকে রিকশা আর ভ্যান দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ-সহ সেলাই মেশিন। গরু কিনে দেওয়া হয়েছে ৪ জনকে। ব্যবসা করার মূলধন ১ জনকে। যাদের দেওয়া হয়েছে তাদের অনেকের পরিবারের উপার্জনক্ষম মানুষটি রানা প্লাজা থেকে পাখা মেলে আকাশে উড়ে গেছে। সংবাদপত্রের ভাষায় নিখোঁজ স্বজনদের ভাষায় মারা গেছে, লাশ গায়েব হয়েছে। যত কম লাশ তত কম ক্ষতিপূরণ।

একদিন কী মনে হওয়ায় তালিকার মানুষদের ফোন দিলাম। কী আশ্চর্য, যাকে জিজ্ঞেস করি সে-ই বলে কিছু পায়নি। আমার চোখের সামনে ছবি, সে রিকশা নিচ্ছে—অথচ বেমালুম অস্বীকার করে গেল! যতই জিজ্ঞেস করি ততই বলে, কিচ্ছু পাইনি। শেষমেশ বলল, আর্মির দেওয়া ২০ কেজি চালের কথা, বিকাশের ১৫ হাজার টাকার কথা। আমাদের ২০ হাজার টাকার রিকশাটা? মনে করিয়ে দিতে বলল, হ্যাঁ, রিকশাও একটা পাইছি একখান থেকে। আমরা নাম নিইনি, তাই নাম না উল্লেখ করাতেও সমস্যা নেই, কিন্তু একটা মানুষ লোভে মিথ্যা বলবে কেন? অকৃতজ্ঞ হবে কেন? সেলাই প্রশিক্ষণ-সহ মেশিন পাওয়া একটা মেয়ে এত তাড়াতাড়ি এভাবে চোখ উলটিয়ে ফেলবে?

প্রথমে কষ্ট পেয়েছিলাম। রেগে গিয়েছিলাম। ভাবলাম, যাহ কাজই করব না আর। পরে ব্যাপারটা নিয়ে একজন সমাজসেবক স্কলারের সাথে বসলাম। তিনি বললেন, এটা ডিফেন্সিভ মেকানিজম। সে যদি বলে পেয়েছে, তাহলে তো আর পাবে না। কিন্তু অভাব তো তার লেগেই আছেই। সুতরাং সে অস্বীকার করবেই। বিকাশ আর আর্মির কথা স্বীকার করেছে, কারণ সেগুলো প্রতিষ্ঠিত সংস্থা। যদি অস্বীকার করে তাহলে বিপদ আসতে পারে। আমরা কে? আমাদের কাছে সত্য কথা বলার দরকার নেই তাদের।

মানুষের জন্য মানুষকে নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার খুব বেশি দিনের নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে বন্যার্তদের জন্য টাকা তুলেছিলাম সোবহানবাগ কলোনিতে। কেউ দিয়েছিল। কেউ বলেছিল, মাফ করো। পাশের বিল্ডিংয়ে ভিক্ষুক থাকে—এ জ্ঞান হয়তো ত্যক্তও করেছিল অনেককে। আমি সমাজকর্ম বলতে তখন ওটাই বুঝি—টাকা তুলে প্রথম আলোর হাতে তুলে দেওয়া। গরিব মানুষের টাকার দরকার—এর বাইরে কোনো বোধ ছিল না। কিন্তু যখন থেকে নিজে মাঠে কাজ করা শুরু করলাম, দেখলাম আমাদের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্য নয়—অলসতা এবং অসততা। একটা ৪০০ টাকার কম্বলের জন্য মানুষ সারাটা দিন নষ্ট করবে, দরকার হলে ৪০০ টাকার দিনমজুরের কাজও বাদ দেবে। আল্লাহ দুটো হাত, দুটো পা দেওয়ার পরেও ইনিয়ে-বিনিয়ে দুঃখের কথা বলবে, গরিবি-গাথা শোনাবে। দরকার হলে মিথ্যা বলবে একটা কম্বল বেশি নেওয়ার জন্য। আবার নেওয়া শেষে আরেকবার মিথ্যে বলবে, আমরা নাকি যারা আসল গরিব তাদের দিইনি। একটা গ্রামের ৫০০ পরিবার থেকে ১০০ পরিবার বেছে নেওয়া কতটা কঠিন আমরা জানি। কত সময় লাগে, কত বাসা ঘোরা লাগে—এটা যে করেনি, সে বুঝবে না। ঢাকা থেকে এত কষ্ট করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার পর যখন শুনি সৌদি কম্বল আমরাই খেয়ে নিচ্ছি, তখন বুকটা কীভাবে ভেঙে যায় তা বলে বোঝানো যাবে না।

আমরা যদি সাধারণ মানুষ হতাম তাহলে বলতাম, যারা গরিব তারা গরিবই থাক। আল্লাহ তাদের গরিব বানিয়েছেন তাদের এই খাসলতের জন্য। এই সমস্ত সমাজসেবা বন্ধ করে এনজিও ব্যবসা শুরু করতাম। দারিদ্র্য বিমোচনের নামে ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে, গলায় পাড়া দিয়ে আদায় করতাম টাকা। কিন্তু আমরা পারি না। কারণ আমরা মুসলিম। আমরা নিজেরাই আল্লাহর নিয়ামতের কত অকৃতজ্ঞ, মানুষকে কীভাবে দোষ দিই? মানুষের এই সামান্য কথাও যদি আমরা ক্ষমা করতে না পারি, তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাব কীভাবে? আল্লাহ আমাদের সম্পদে এই গরিব মানুষদের হক রেখেছেন। আমাদের সেটা আদায় করতেই হবে। নাহলে তারা হয়তো মুক্তি পেয়ে যাবে, আমরা আটকে যাব।

সমস্যাগুলো তলিয়ে দেখলে দেখা যায় মানুষের অকৃতজ্ঞতা, অলসতা, অসততা—সবকিছুর পেছনে আছে আল্লাহকে না চেনা, না জানা। সত্যিকার অর্থে মুসলিম হতে না পারলে মানুষ বুঝবে না, এই পৃথিবীতে সে কেন এসেছে। সে খালি সুযোগ খুঁজবে আরামের। কম কষ্ট করে কীভাবে টাকা পাওয়া যায় সেই ফিকির করবে। আত্মসম্মানবোধ খুইয়ে হাত পাতবে। কখনো জানবে না, আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু ক্ষুধার জ্বালায় মদিনার রাস্তায় গড়াগড়ি দিতেন, তবু কাউকে বলতেন না পেটের আগুনের কথা।

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা যে মানুষের দ্বীনহীন অবস্থার জন্য দায়ী এটা সেক্যুলার কাউকে বোঝানো যাবে না। অভাব সম্পদের স্বল্পতায় নয়, ঈমানের স্বল্পতায়—এটা বুঝতে হলে অনেক পথ হাঁটতে হবে। যখন লালমনিরহাটে চরের মাদরাসায় বিকেলে আপনি ৮ বছরের একটা বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করবেন, সে আজ দুপুরে কী দিয়ে ভাত খেয়েছে, সে চুপ করে থাকবে। তরকারি তো দূরের কথা, ওদের মাদরাসার চাল যে গত রাতে শেষ হয়ে গেছে, সেটা সে আপনাকে বলবে না। প্রায় অন্ধ এক ইমাম আপনাকে বলবে না যে, তার পৈতৃক সম্পত্তির পুরোটাই অন্ধদের মাদরাসাতে দান করে এখন সে নিজের দেশের বাড়িতেই মুসাফির! এই আত্মসম্মানবোধ ঈমান থেকে আসে। দুনিয়াতে রিকশা চালিয়েও তাই একজন মুসলিম কারও কাছে হাত পাতবে না, সে জানে নিচের হাত থেকে ওপরের হাত ঢের ঢের ভালো। সে ভিক্ষুককে দু-টাকা ভিক্ষে দেবে; কাউকে ঠকিয়ে পাঁচ টাকা ভাড়া বেশি নেবে না।

এই ব্যাপারগুলো যখন থেকে বোঝা শুরু করলাম তখন থেকে এটাও মাথায় এলো—আমাদের অবুঝ, জ্ঞানহীন ভাইদের আমরা এই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি না। এই দেশে অধিকাংশ আব্দুল করিমের নামে ছাড়া আল্লাহর দাসত্ব অনুপস্থিত। গরিবি হটাতে ইসলামকে আনা লাগবে। মানুষকে ইসলাম বোঝাতে হবে। এই দুনিয়ার কষ্টের বিশাল পুরস্কার যে জান্নাত, তার সুসংবাদ মানুষকে দিতে হবে। তবে শুধু কথায় চিড়ে ভিজবে না। সহানুভূতিটা মন থেকে আসতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেটে দুটো পাথর বেঁধেছিলেন বলেই যার পেটে একটা পাথর বাঁধা, তার কষ্টটা ধরতে পেরেছিলেন। মানুষের জন্য কাজ করতে হলে মানুষের কাছে যেতে হয়। ধান গাছের নৌকায় বসে মানুষের জন্য কাজ করা যায় না।

৩.

বান্দরবানের লামার কথা। আমরা টেম্পু চড়ে যত দূর যাওয়া যায় গেলাম। লক্ষ্য একটি পাহাড়ি মসজিদ। চেয়েছিলাম দিনের আলো থাকতেই যাব, কিন্তু খাবার জন্য চাল-ডাল-মশলা আর একটা মুরগি কিনতে দেরি হয়ে গেল। সবাই প্রকৃতিকে কিছুটা সময়ও দিয়ে এলো। মাগরিবের সালাতের পর রওনা। পাহাড়ে সন্ধ্যা আসে ঝুপ করে। ভাগ্যিস, সে গ্রামের কিছু ভাই কম্বলগুলোর বোঝা সিংহভাগই কাঁধে তুলে নিয়েছিল। অন্ধকার পথ। কখনো বালু, কখনো কাদা, কখনো কাঁটা, কখনো পাথর। শীতের রাতে যখন ঝিরি পার হতে হয়, তখন মোজাসহ কেডসের দফারফা। দু-ঘণ্টা হাঁটার পরে এসে পৌঁছলাম সে মসজিদে। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনেকটা জায়গা কিনে দিয়েছিলেন নওমুসলিমদের বাস করার জন্য। অনেক জায়গা এখন বেদখল। যিনি মসজিদের ইমাম তিনিই মুয়াজ্জিন, তিনিই বাচ্চাদের

শিক্ষক। বাচ্চারা ইসলাম শেখে, বাংলা-ইংরেজি শেখে। পরের দিন ভোরে রওনা দিলাম কাছের আরেকটা গ্রামে কম্বল দিতে। ৬০-৬৫ ডিগ্রি খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে হয়। তারপর নামো, তারপর আবার ওঠো, কিছুটা সমতল; আবার পাহাড়, ঝিরি। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক চলার পরে সেই গ্রামে এসে পৌঁছলাম আমরা।

পুরোটাই খ্রিষ্টান গ্রাম। হেডম্যান জানালেন শিশু বয়সে খ্রিষ্টান হয়েছেন তিনি। বয়স তার চল্লিশেক। খ্রিষ্টধর্মের বার্তাবাহকেরা তাহলে কত আগে এসেছিল এ গ্রামে? আরও কত দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল তাদের? তারা কিন্তু টাকা ছড়ায়নি। খালি সাধারণ মানুষদের বলেছে, 'তোমরা যে এই পাথরকে শ্রদ্ধা করো—এটা তো তোমাদের কিছু দিতে পারে না। তোমরা যিশুর প্রার্থনা করো, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন, পরকালে স্বর্গ দেবেন।' যিশু যে মানুষ, আর মানুষ হয়ে যে মানুষের পূজা করা যায় না—এ কথা ওই গ্রামে আগে কেউ বলেনি। ওই গ্রামে 'বাঙালি'রা এসেছে। গরু চুরি করেছে, ফসল কেটে নিয়ে গেছে, মেয়েদেরও ধরে নিয়ে গেছে সুযোগ পেলে। কিন্তু আল্লাহর কথা কেউ বলেনি। ইসলামের দাওয়াত নিয়ে কেউ আসেনি। সাহায্য করা তো দূরে থাক।

আমরা খ্রিষ্টানদের দোষ দিই, তারা সবাইকে ধর্মান্তরিত করছে। তারা তাদের বিশ্বাস প্রচার করছে আর আমরা তাদের গালি দিয়ে খালাস। আমাদের কি উচিত ছিল না পাহাড়িদের বাংলা-ইংরেজি-অঙ্ক শেখানোর জন্য একটা স্কুলের ব্যবস্থা করা? আমরা করিনি তাই বিদেশি মিশনারিরা করেছে। দোষ কাদের? আমাদের কি উচিত ছিল না, উত্তরবঙ্গের সাঁওতালদের জন্য একটা হাসপাতালের ব্যবস্থা করা? চাওয়াটা বোধহয় একটু বেশিই হয়ে যাচ্ছে। আমরা আমাদের মুসলিম মাদরাসার বাচ্চাদেরই আধুনিক শিক্ষা দিই না। আমরা শহরের রিকশাওয়ালাদের বউদের জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা করি না। কোথায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আর কোথায় মঙ্গাপীড়িত এলাকা? যারা নিশ্চিত তাদের ধর্মগ্রন্থ মানবরচিত, তারা নিজেদের জীবন সেই মিথ্যা বিশ্বাসের পেছনে খরচ করছে। আর যারা নিশ্চিত তাদের ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার শব্দ রক্ষিত আছে, তারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে। জবাব আমাদের দিতেই হবে—মৃত্যু খালি আসুক আবার।

৪.

আমাদের একটু অন্যভাবে ভাবতে হবে—বাক্সের বাইরে। সমাজের দুটো প্রান্তের মাঝে একটা যোগসূত্র তৈরি করতে হবে, শহুরে চশমা পরা চোখের সামনে দারিদ্র্যের, বাস্তবতার রূপ তুলে ধরতে হবে। আমাদের মধ্যে যাদের মানবতাবোধ আছে, তাদের কালো চশমাটা খুলে দিলে তারা দুনিয়াটাকে অন্যভাবে দেখা শুরু করবে। কোনো কাজে সশরীরে অংশগ্রহণ অনেক বড় ব্যাপার। যে দিনাজপুরে

মাদরাসার টিনের বেড়ার নিচ দিয়ে আসা ঠান্ডা বাতাসে শোয়নি, সে কখনো বুঝবে না শীত কী জিনিস! সে বুঝবে না কত সৌভাগ্যবান সে! আল্লাহ তাকে কত কিছু দিয়েছেন। যখন মানুষ নিজের আত্মার কাঁপনে বুঝতে পারবে অন্যের কষ্ট—তখন সে মানুষের জন্য কী করা যায় তা ভাবতে শুরু করবে। যাকাতের টাকাতে লুঙ্গি আর শাড়ি দান করে মিথ্যে আত্মতৃপ্তি লাভ করবে না। শুধু অর্থ নয়, আমাদের দেওয়া মেধাতেও যে আল্লাহ গরিব মানুষের হক রেখেছেন, সেটা আমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝব ততই মঙ্গল।

আমরা কীভাবে একজন অসৎ, অলস, খারাপ মানুষকে বদলে দিতে পারি? প্রথমত, তার অবস্থাটা বুঝতে হবে। সহানুভূতি মেশানো একটা হাসি দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, কেন সে জীবনে বাঁচবে সে কথাটা বোঝাতে হবে। পরিশ্রমের মূল্য বলতে হবে। তৃতীয়ত, কিছু অর্থ দিয়ে পুঁজি তৈরি করে পথ-নির্দেশনা দিতে হবে। মাছ কিংবা মৌমাছি যেটাই চাষ করুক, সেটা ভালোভাবে শেখাতে হবে। ব্যবসা করার বুদ্ধি দিতে হবে। তারপরে সাথে থেকে দেখতে হবে সে কাজগুলো করতে পারছে কি না। একদিন আমরা দেখব সামান্য একটা সাহায্য মানুষের জীবনকে কীভাবে বদলে দিতে পারে।

৫.

আজ মসজিদ থেকে আসরের সালাত পড়ে বের হয়ে দেখি সেই রিকশাওয়ালা ভাই। গতকাল তার মা রংপুর থেকে একটা বস্তা পাঠিয়েছেন। কী আছে সেই বস্তায়? পাকা পেঁপে, একটা লাউ, এক বয়াম গুড়, জলপাই, মুড়ি, বেলের মোরব্বা। আর ছিল ভালোবাসা। সেটা বস্তায় ভরা লাগেনি। চোখ বন্ধ করলেই সেই রংপুর থেকে ভেসে আসে। ইথার লাগে না, বাতাস লাগে না। মন থেকে মনে ভেসে আসে। জানালেন, সিগারেট ছেড়ে দিয়েছেন। গ্যারেজেই সালাত আদায় করেন, তবে চেষ্টা করবেন মসজিদে পড়তে। আলহামদুলিল্লাহ। একজন মুসলিমের জীবনে আর কী চাওয়ার থাকতে পারে!

কল্যাণকর কাজের কাফেলাটিকে আল্লাহ সবসময়ই গন্তব্যে পৌঁছে দেন। যারা সে কাফেলায় যোগ দিতে পারেন তারাই আসলে সৌভাগ্যবান, বুদ্ধিমান। ইহকালে ও পরকালে। আল্লাহ যেন আমাদের এই কল্যাণকামীদের দলে স্থান করে নেওয়ার তাওফিক দেন। আমিন।

[৬ জিলহজ, ১৪৩৪ হিজরি]

দালান ধসের বিজ্ঞান

রানা প্লাজার উচ্চতা ছিল নয়তলা। এখন বড়জোর তলা তিনেক। ছাদগুলো আলিঙ্গান করেছে একে অপরকে। মাঝে কোনো ফাঁকা জায়গা নেই; আছে কেবল মেশিন, কাপড়, জঞ্জাল আর মানুষ। মরা মানুষ, জ্যান্ত মানুষ। হঠাৎ হল্লা করে সিঁড়ি দিয়ে নামানো হচ্ছে এক-একটি নিথর দেহ। ঘুটঘুটে অন্ধকারে টর্চের আলো জ্বেলে এদিক-ওদিক ঘুরছি। একটাই চিন্তা—যদি কিছু করা যায়; যদি কারও একটু উপকারে আসি। 'জগ' লাগবে—চিৎকার শুনে হাত বাড়িয়ে দিলাম। ছাদের ওপরে আরেকজনের কাছে পৌঁছে দিলাম জগটা। জগটা মানে স্ক্রু জ্যাক। এমনিতে গাড়ির চাকা বদলানোর সময় কাজে লাগে। রানা প্লাজায় ভেঙে পড়া দেওয়াল ওঠাতে ব্যবহার করা হচ্ছিল। চোখ পড়ল পড়ে থাকা ভাত-ভরতি দুটো টিফিন বাটির দিকে। পাশের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা লাশ—তার গলার ওপরে পড়ে আছে একটা পাইপ। পাশেই আরেকটা মেয়ে বসা। ভালো করে খেয়াল করলে বোঝা যাবে সেও মৃত।

কংক্রিট কাটছে দমকল কর্মীরা। এলাকার ছেলেরা কাঁধে করে বের করে নিয়ে আসছে ভেতরে থাকা লাশগুলো। কানে ভেসে এলো, 'হাতটা কেটে ফ্যাল, তাহলে শরীরটা বের করা যাবে।' নিচ থেকে একজন চিৎকার করে বলল, 'ভাই, ওখান থেকে সরে যান, ছাদ ভেঙে পড়ছে। ' বুঝলাম কোনো কাজে আসছি না। বেরিয়ে এলাম।

একটা হাসপাতালে ঢুকলাম। বেঁচে যাওয়া কিছু আহত ব্যক্তিকে সেখানে নেওয়া হয়েছে। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন? তার মুখের ভেতরে কেটে গেছে—কোনো উত্তর এলো না স্বাভাবিকভাবেই। গোঁফের রেখা ওঠেনি এমন একটা ছেলেকে আনা হলো জরুরি বিভাগে। কতই-বা বয়স? ১৪ কি ১৫। হাসপাতাল

থেকে বেরিয়ে দেখলাম মধ্যবয়সি একটা লোক হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদছে। পাশের মানুষটি সান্ত্বনা দিচ্ছে—কাঁদিস না, খুঁজে পাবি।

অধরচন্দ্র স্কুল। বনেদি আমলের বিশাল লম্বা বারান্দা। সারি সারি লাশ। ভিড় করেছে আপনজন হারানো মানুষগুলো। পড়ে থাকা শত শত লাশের মধ্যে চেনার চেষ্টা করছে প্রিয়জনের মুখটা। আর লাশ খুঁজে পেলে চিৎকার করে কেঁদে উঠছে। নাহ, এত লম্বা বারান্দাতেও ধরেনি সব লাশ। মাঠেও তাই সারি সারি লাশ। ধুলায় ধূসরিত লাশ। রক্তমাখা, চেপটে যাওয়া মুখগুলো কাপড়ে ঢাকা।

২.

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সত্য কী? মৃত্যু। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উপেক্ষিত সত্যটিও তা-ই। সাভারের ঘটনা দেখে আমাদের অনেকের অনেক কিছু মনে হয়েছে। মনে হয়নি কেবল নিজেদের মৃত্যুর কথা। আমরা লোকদেখানো শোকপ্রকাশ করি কত বিচিত্র সব উপায়ে। পতাকা নামিয়ে রাখি। ঘুম ঘুম চোখে এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। গালাগালি করে ভবন মালিকের চৌদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করি। এরপরে কালো ব্যাজ-সহই লঘু ঠাট্টায় মেতে উঠি।

পত্রিকায় পড়ি—অকাল মৃত্যু। মৃত্যু কখনো অকাল হয় না। আগের দিন ২০ জন আহত হয়েছিল ভবন ছেড়ে পালাতে গিয়ে, সে দালানেই পরদিন মানুষগুলো ঢোকানো হয়েছে। যারা মারা গেছে তাদের ভাগ্যে দিন-ক্ষণসমেত মৃত্যু লেখা ছিল। আর যাদের ভাগ্যে লেখা ছিল না, তারা বেঁচে গেছে। আল্লাহর অভিধানে 'অকাল' বলে কিছু নেই, সবকিছু মিনিট-সেকেন্ড অবধি হিসেব করা আছে। অকাল মৃত্যু কথাটা আমাদের আবিষ্কার। আমরা যা পছন্দ করি না তা দূরে ঠেলে দিই। ভাবখানা এমন যে, আমি ভুলে থাকলে মৃত্যুও আমাকে ভুলে যাবে। নাহ, তা হওয়ার নয়।

আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু আসবেই। যেখানে আমার মরার কথা সেখানে আমি নিজেই যাব। এ বিষয়গুলো ঈমানের স্তম্ভ—তাকদিরের বিষয় যা মুসলিম বিশ্বাসের পূর্বশর্ত। তবু আমরা বিশ্বাস করতে চাই না। যখন আল্লাহ আমাদের উদাহরণসহ শিক্ষা দেন তখন আমরা আফসোস করে জিহ্বা দিয়ে 'তু তু' শব্দ করি। আসলে এ ঘটনাগুলো যে আমাদের জন্য শিক্ষা—সেটা বুঝতেও পারি না, বোঝার চেষ্টাও করি না।

৩.

রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা হাজারেরও বেশি। সহস্রাধিক আহত। এ ধরনের যেসব বিপর্যয় প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে ঘটছে তা মানুষেরই হাতের কামাই। মানুষের লোভের পরিণতি। প্রকাশ্য লোভ, গোপন লোভ। বিশ্বায়নের এ যুগে লাল, নীল কি সাদা—সব কাপড়েই মিশে আছে বঞ্চিত শ্রমিকের রক্ত।